

ইকোনমিস্টের গোয়েন্দা ইউনিটের প্রতিবেদন

ব্রিটেনের বিখ্যাত সাময়িকী দি ইকোনমিস্টের ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) মনে করে, ‘বাংলাদেশ এখন ছুরির ধর্মনিরপেক্ষতা টিকে যাবে। বিএনপির চার বছরের শাসনামলেই জঙ্গি নোটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জন্য আগামী নির্বাচন পরিচালিত দেশের বিভিন্ন খাতওয়ারি তৈরি এই পূর্বাভাস প্রতিবেদন অবশ্য আন্তর্জাতিক অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ দিয়েছে। দেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদরা ইকোনমিস্টের পর্যবেক্ষণকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার মূল্যায়নে ইকোনমিস্টের গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ধারাবাহিক আত্মঘাতী শাসনামলে একটি জঙ্গি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিষিদ্ধ-বোধিত জামাআতুল মুজাহিদিন (জেএমবি) কৌশল পরিবর্তন করে সার্বভৌমত্বের স্বপ্নে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। সাম্প্রতিক হামলাগুলোর লক্ষ্য প্রাণহানির ঘটনা যাতে সংখ্যা সর্বোচ্চ হয় তা নিশ্চিত করা।

গোয়েন্দা প্রতিবেদনে অবশ্য জঙ্গি হামলা সম্বন্ধেও বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার শেকড় আঁট থাকবে বলেই আশাব্য উদারনৈতিক ঐতিহ্যের প্রতি জঙ্গিবাদী হুমকির বিষয়টি কয়েক বছর ধরে প্রত্যাখ্যান করার ফলে আজ যে অবস্থার নাশকতামূলক তৎপরতার কারণে ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম গণতন্ত্র হিসেবে বাংলাদেশের সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিএনপি ঐক্যজোটের সঙ্গে তার আঁতাতের ফলই ইসলামি জঙ্গিবাদের প্রতি অন্ধ হয়ে থাকতে বিএনপিকে ইম্মন যোগায়। ২০০৭ হতে পারে।

ইকোনমিস্ট প্রতিবেদনে বলা হয়, সাধারণ নির্বাচন সামনে রেখে দেশজুড়ে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ কর্মসূচি বৃদ্ধি পেতে আওয়ামী লীগের মধ্যে বিরাজমান দীর্ঘকালীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা এর ফলে আরো প্রকট হয়ে উঠবে। সে জন্য 'বাংলাদেশী হে বিরোধী দলকে একটি সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছে দেয় এবং সে কারণে তাদের আসনসংখ্যা বেড়ে যায়।'

আকস্মিক বিপদ

অধ্যাপক মোজ্জাফ্ফর আহমদ বলেন, এ আশঙ্কার কোনোটিই অমূলক নয়। কিন্তু সরকারি নীতিনির্ধারকদের তরফে আমদানি করব, নাকি অন্যান্য অনেক দেশের মতো সৌর, জোয়ার-ভাটা ও বায়ুনির্ভর বিকল্প জ্বালানিশক্তির উৎস খুঁ পতনের ফলে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ব্যাপারে উরেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ভার আসতে উদ্যোগী হয়েছে। বাংলাদেশও ইউরো ও ইয়নে উত্তরণের কথা ভাবতে পারে। ড. আতিউর রহমান এ ধারণা বাইরে বেরিয়ে আসার সুযোগ সীমিত। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ তার রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের ব বৈদেশিক মুদ্রার দিকে বাংলাদেশের ঝোঁকার সময় এসেছে। তবে তিনি বাংলাদেশের অর্থনীতি ও গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতার

ইকোনমিস্ট তার বাংলাদেশ-সংক্রান্ত এ গবেষণার ফল নিয়মিত মুদ্রণ সংস্করণে নয়, অনলাইনের বিশেষ ওয়েবসাইটে ইকোনমিস্ট সাম্প্রতিককালে এ-সংক্রান্ত গবেষণামূলক কাজ শুরু করেছে। সব ক্ষেত্রে তারা এখনো যথেষ্ট পেশাদারি পর্যালোচনা বিশ্বজুড়েই গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে থাকে।

‘ধারালো প্রান্তে।’ তবে জঙ্গিবাদের হুমকি থেকে শিগগিরই মুক্তি না ঘটলেও তার চনে এ দলটিকে খেসারত দিতে হতে পারে। ইকোনমিস্টের পেশাদার গবেষকদের দ্বারা ২০০৬-২০০৭ সালে বাংলাদেশের সামনে ‘আকস্মিক বিপদ’ রয়েছে বলে সতর্ক করে

বাংলাদেশের নজর অর্থনৈতিক উন্নয়ন থেকে সরে গেছে। তার দৃষ্টি এখন গণতন্ত্রের প্রেক্ষিতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও বাণিজ্যিক ভারসাম্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির আশঙ্কা খন করে ডলারের পাশাপাশি ইউরো বা ইয়েনের প্রতি নির্ভরশীলতা সৃষ্টির বিকল্প ক্ষেত্র

। বোমা হামলাগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, বিএনপি ও তার মুসলিম মিত্রদের চার বছরের ন করেছ। গত মধ্য আগস্টে দেশজুড়ে বোমা ফাটানোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে ইদানীং

এখন তারা নিরাপত্তা জোরদার করেছে। মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই টেলিফোনে আড়িপাতা ও ভাবনা করছে।

৭ ব্যক্ত করেছে ইকোনমিস্ট। তবে তারা এও বলেছে, বাংলাদেশ সমাজের সহিষ্ণুতা ও সৃষ্টি হয়েছে, তার বিপদ খুব তাড়াতাড়ি কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। জঙ্গিবাদীদের কে এ জন্য মাঞ্জ দিতে হতে পারে। মনে করা হচ্ছে, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী সালের জানুয়ারির মধ্যে অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনে বিএনপিকে এ জন্য খেসারত দিতে

ঙ্গিবাদ খুব দ্রুত না হলেও সরকার যেভাবে এটা নির্মূলে সর্বাত্মক ভূমিকা রাখছে, তাতে তার কথায়, ‘সরকার গোড়ার দিকে মনোযোগ না দিলেও এখন যে ব্যবস্থা নিয়েছে, তা নেই। আওয়ামী লীগ তার কর্মসূচি জনপ্রিয় করতে পারেনি।’

৮ পারে। এর ফলে অর্থনৈতিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিএনপি ও প্রধান বিরোধী দল গটরদের মধ্যে সাধারণত ক্ষমতাসীন দলবিরোধী একটি মনোভাব চাপা হয়ে ওঠে। এটি

লীগ চাইছে, রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ব্যবস্থার নিষিদ্ধের মতো ইস্যুতে মিত্রদের তেমন সমর্থন মিলছে না। সে ক্ষেত্রে এসব হসতা বুদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি একটি উল্লেখযোগ্য বুলি। দুই বছর ধরে আওয়ামী লীগের

৯ করা হয় ৪ দশমিক ৩ শতাংশ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও চীনের প্রবৃদ্ধি মন্ত্র হওয়ায় দশমিক ৩ ডলার আশা করা হয়েছে। ইকোনমিস্ট বলেছে, বৈশ্বিক অর্থনীতির কার্যক্রম ্যর ভিত্তিতে ইকোনমিস্টের নির্দিষ্ট পূর্বাভাস হচ্ছে, ‘বাংলাদেশের তেল আমদানি-নির্ভরতা স্তাব্য পতন আরেক মস্ত হুমকি। এটা বাংলাদেশের জন্য বয়ে আনতে পারে আকস্মিক নশিক মুদ্রার বাজার দারুণভাবে অস্থিতিশীল করে তুলবে।’

প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চোখে পড়ে না। ‘গ্যাস-সম্পদ ফুরিয়ে গেলে আমরা কি আরো তেল জে বের করতে সচেষ্ট হব—সে ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেই।’ তিনি ডলারের স্তাব্য তসহ বিশ্বের অনেক দেশই একটিমাত্র বিদেশী মুদ্রার নির্যেট নির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে সম্পূর্ণ সমর্থন করে বলেন, যদিও কৌশলগত কারণে বাংলাদেশের জন্য ডলার বৃত্তের হুমুখী প্রভাব এড়াতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পরামর্শ দেন, দক্ষতার সঙ্গে অন্য জন্য এ মুহূর্তে জঙ্গিবাদকেই এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন।

মিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বার্ড লুকেও বিবেচনায় এনেছে। তারা বলেছে, এশিয়া ও পূর্ব া মটলে তা এশিয়া ও বিশ্বজুড়েই অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

ট প্রকাশ করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন সাবেক অর্থনৈতিক উপদেষ্টার মতে, ত্ব অর্জন করতে পারেনি। তবে এটা ঠিক, সাধারণভাবে তাদের এ ধরনের সমীক্ষা ও